সমালোচনা

দুরন্ত দুপুর, নরেশ গুহ। সিগনেট প্রেস

পুস্তক আলোচনার প্রতিমুদ্রণ সংকলন - পরিচিতি - শুভাশিস চক্রবর্তী

বাংলা কবিতার দুর্দিন চলেছে, এ-কথা অনেকেই ব'লে থাকেন আজকাল। আমিও ব'লে থাকি মাঝে-মাঝে। নিশ্বাস ফেলি সেই পুর্বযুগের কথা ভেবে, যখন আমাদের 'তিরিশে'র কবিরা বেরিয়ে আসছেন একে-একে, যখন এই 'কবিতা'রই এক-একটি সংখ্যায় মূর্ত হয়েছে কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা, সৃষ্টির নিত্য নব বিচিত্র সতেজ উদ্যম। অনতিদূরের সেই অতীত, কিন্তু মনে হয় যেন কত দূর, সারা পৃথিবীর ভাঙচুর ওলোটপালোট হ'য়ে গেলে; মধ্যবর্তী ব্যবধান তাই দুস্তর।

মানতেই হয় যে তখনকার তুলনায় বাংলা কবিতার দুঃসময় চলছে বর্তমানে। কিন্তু শুধু কি কবিতার? রাষ্ট্রে অনাচার, সমাজের বিশৃঙ্খলা জীবনে অবিশ্বাস! মূল্যবোধ বিধ্বস্ত! একমাত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই! আমাদের রীতিনীতি, রুচি, শিক্ষা, সংগীত, সিনেমা—জীবনের প্রত্যেক বিভাগে নিকৃষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্টতরের যে-প্রতিযোগিতা চলছে কয়েক বছর ধ'রে, সেই নিম্নগ স্রোত অচিরে রুদ্ধ হবে ব'লে মনে হয় না। এর মধ্যে হঠাৎ শুধু কবিতারই পুলকিত বিকাশ কি আশা করা যায়? ট্যালেন্ট, ব্যক্তিগত প্রতিভা, তাও তো মহাশূন্যে বিরাজমান নয়; তাকেও অলক্ষ্যে পুষ্টি জোগায় সারা দেশের প্রাণের ধারা, তারও যথেষ্ট প্রকাশের জন্য উপযোগী একটি আবহাওয়া চাই। সেই 'আবহাওয়া' —যা কোনো - এক কালে জীবন্ত ছিলো এই কলকাতায়, বাংলা দেশে, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এখন; কবিতার অবক্ষয় তাই দু:খের হ'লেও তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আর এই অবস্থা— নিজেদের সাফাই হিসেবে বলছি না, সখেদেই নিবেদন করছি— এই অবস্থা শুধু এখানেই না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও লক্ষণীয়; অন্তত ইংরেজি ভাষার সাম্প্রতিক কবিতা— অর্থাৎ কবিতার অভাব— পরিমাণের বাহুল্যবলেই আরো বেশী পীড়াদায়ক মনে হয়।

এ ছাড়াও কথা আছে। বাংলা কবিতার যে-অবস্থাই এখন হ'য়ে থাক, তাই ব'লে অতীতের জন্য শোচনা ক'রে কিছু লাভ নেই। সেটা অপৌরুষেয়। এর প্রভাব দু-দিক থেকে বিপজ্জনক; প্রথমত বয়স্কদের মনে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে বর্তমানে 'কিছুই হচ্ছে না': — তার মানে কার্যত এই দাঁড়ায় যে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে তার খবরটুকু নিতেও তাঁরা গা নাড়বেন না। দ্বিতীয়ত, তরুণদের মনে নি নিশ্চেষ্টতা আসতে পারে এ-কথা ভেবে যে যেহেতু এখন দু:সময় তাই তাঁদের কিছু হবেই না; তাঁরা যে কখনো কিছু ক'রে উঠতে পারবেন। সেই প্রয়োজনায় আশাটুকুও নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে তাঁদের কিংবা নিজেদের অক্ষমতাটা চালিয়ে দিতে পারেন সময়ের অপরাধ ব'লে। অতএব ঐ 'দুর্দিন' কথাটা বার-বার না বলাই ভালো। ঘর ভেঙেছে তা তো জানি; চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প'ড়ে আছে সব এখন আমাদের দেখতে হবে আবার একটু গুছিয়ে নিয়ে বসতে কিছু গ'ড়ে তুলতে পারি কিনা আমাদের বেদনা দিয়ে, বিনয় দিয়ে—আমাদের শ্রদ্ধায়, শ্রমে, প্রেমে, প্রচেষ্টায়।

আর বস্তুত, কবিতা নিয়ে আমরা যে আক্ষেপ ক'রে থাকি, তার পিছনের কথাটা কী? পুরোনো কবিরা অনেকেই আর লিখছেন না, আর তরুণদের মধ্যেও নতুন কোনো আন্দোলন এখনো জেগে ওঠেনি—এই তো আক্ষেপের কারণ? কিন্তু এটুকুই সব কথা নয়। বাংলা কবিতা কেমন আছে, রোগা হ'য়ে গিয়ে থাকলেও সুস্থ আছে কিনা, ক্ষীণ স্রোতেও প্রাণের চাঞ্চল্য বজায় আছে কিনা, তা জানতে হ'লে দেখতে হবে আজকের দিনের তরুণ কবিরা কী লিখছেন, কেমন লিখছেন, কী তাঁদের ভাবনা বেদনা রচনাভঙ্গি, আর, সর্বোপরি— বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে হ'লেও—যথার্থ ভালো কবিতা কতটুকু তাঁরা লিখছেন। এই শেষ প্রশ্নের সন্তোষ-জনক জবাব যদি পাওয়া যায়, সবচেয়ে আশার কথা হবে সেটাই।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাণের লক্ষণ, স্বাস্থ্যের লক্ষণ তরুণতর কবিদের রচনার মাঝে মাঝেই দেখা যায়। যেটুকু অভাববোধ জাগে, ঐ 'মাঝে-মাঝে শব্দটাতেই তা সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ ভালোটুকুকে নির্ভরযোগ্য লাগে না, মনে হয় দৈবাৎ হ'য়ে গেছে, কবিতার পর কবিতা পড়লে কোনো - একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষণ যেন দেখা যায় না। কিন্তু — বলতে পেরে সুখী হচ্ছি — এই অসংবদ্ধতার অভিযোগ থেকে অন্তত একজন কবি মুক্ত হ'তে পেরেছেন। তিনি নরেশ গুহ। তরুণতর কবিদের মধ্যে তিনি যে অগ্রণী, যে-বিষয়ে যদি বা কারো সন্দেহ থাকে তা দূর হবে তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দুরন্ত দুপুর' পড়লে। এ-বইয়ের অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে 'কবিতা'য় বেরিয়েছিলো, এদের সঙ্গে আমার পুরোনো চেনা —এবং এ-কথা স্বীকার করতেও আমার দ্বিধা নেই যে এই কবির রচনার প্রতি প্রথম থেকেই আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। পক্ষপাতের কারণ এই যে যে-সময়ে —অর্থাৎ যুদ্ধের শেষের দিকটায়—এক রকমের খবুরে -কাগুজে অপচেষ্টাই খুব সোরগোল তুলছিলো সাহিত্যের আসরে—সেই সময়ে প্রথম লিখতে ব'সেও তিনি তাঁর আপন স্বভাবকেই প্রকাশ করেছিলেন। তারপর এ-কয় বছর ধ'রে তাঁর কবিতার পরিণতিপ্রবণ অবিরলতা আমি লক্ষ্য করেছি। ভালো লেগেছে সেই কবিতার স্নিগ্ধতা, স্বপ্নিলতা রচনাশিল্পের সৌষ্ঠব। ভালো লেগেছে লিরিকের দিকে ঝোঁক, নিচু গলায় নরম ক'রে বলার দিকে উন্মুখতা। এই উন্মুখতারই প্রথম ফসল 'দুরন্ত দুপুর'।

'দুরন্ত দুপুর' বিষণ্ণ মধুর শান্ত রসের কাব্য। একটি ব্যথিত হৃদয়ের স্বগতোক্তি এখানে শুনতে পাই আমরা- কিন্তু ব্যথিত ব'লে বিক্ষুব্ধ নয়। পারিপার্শ্বিকের অসংগতি, নাগরিক জীবনের রূঢ়তা, জীবিকার সঙ্গে জীবনের বিরোধ—এই সব সমসাময়িক তথ্য বিষয়ে নরেশ গুহ সম্পূর্ণ সচেতন; কিন্তু এদের কাছে তিনি হার মানেননি, অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে লাগতে গিয়ে নিজের কাজ, নিজের গান ভুলে যাননি। সবই জানি, সবই বুঝি, কিন্তু ওদেরই নিয়ে এদেরই মধ্যে যে বেঁচে আছি এইটে খুব স্পষ্ট ক'রে অনুভব করা চাই—এই হচ্ছে তাঁর মনের কথাটা। এই কথাটি সুন্দর ফুটেছে গ্রন্থের নাম - কবিতায়, আর প্রথম কবিতা 'অলৌকিকে'। অলৌকিক মানে—সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন—চিরচেনা বাস্তব—সেই বাস্তবটাই অলৌকিক।

কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে

এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় গ্যাস জ্বলে,
ভোরে কলে জল আসে, পাশের বাড়ির
দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানী শাড়ির
আঁচলের প্রান্তভাগ।...

এই রকম অতি সাধারণ অলৌকিক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখের পর—

...আর দেখ, চিঠির বাক্সটা যেই খুলি
রোজ কিছু চিঠি থাকে! অলৌকিক কে ডাকপিওন
রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি।

সাধারণের মধ্যে এই বিস্ময়ের আবিষ্কার, জীবনের এই সহজ স্বাদ— গ্রন্থের অন্যান্য কবিতাও এখান থেকেই প্রেরণা পেয়েছে। আধুনিক জীবনের ব্যর্থতাবোধ - যা সাম্প্রতিক কবিদের প্রধান বিষয় বললে ভুল হয় না—তা অতিক্রম ক'রে তাই একটি অন্য সুর বেজেছে এই কবিতাগুলিতে; বিদ্রোহ না-ক'রে, বিলাপ না-ক'রে, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্বাবলম্বী হ'য়ে বেঁচে থাকার যে-শান্ত সাহস, সেটাই এদের উল্লেখযোগ্য গুণ ব'লে আমি মনে করি। আরো এক কারণে কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য; সেটা এই যে সমস্ত রকম উগ্রতা বর্জন ক'রে কলাকৌশলে একটি সুনিয়ন্ত্রিত নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে; ছন্দ সুঠাম, মিল চমক লাগায় মাঝে - মাঝে, ভাষাব্যবহারে আধুনিক কথ্যভঙ্গি বজায় রাখা হয়েছে প্রায় সর্বত্রই। এবং—যদিও নরেশ গুহর মনের তন্ত্রী বিষাদের আঘাতেই বেজে ওঠে বার-বার, তবু কখনো-কখনো হাস্য-রসোজ্জল হালকা কবিতাও তিনি লিখেছেন, যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'রুমির ইচ্ছা' নামক ক্ষুদ্র লিরিকটি/ এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলুম না; —বলা বাহুল্য শিশুবিষয়ক হ'লেও এটি শিশুপাঠ্য নয়—মানে, শুধু শিশুপাঠ্য নয়:

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি বুলবুলি হাঁস,
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভুগোলের ক্লাশ।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব লাল
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।

হোক আমার এলো চুল, তবু আমি হই ফুল লাল
ভরে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।
হোক আমার'-এর সংশ্লেষণ ছান্দসিকের লক্ষণীয়।

উপরে যা বলা হ'লো —এবং উদ্ধৃত হ'লো— তা থেকে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন যে নরেশ গুহ রোমান্টিক জাতের কবি। ওটা নিন্দার কথা আজকাল;—কিন্তু দশ বছর আগে যতটা নিন্দনীয় ছিলো, ততটাই কি আছে এখনো? ইতিমধ্যেই হাওয়া -বদল কি হয়নি একটু? নরেশ গুহর সম-সাময়িক অন্য কোনো - কোনো কবিতেও হার্দ্য রসেরই প্রাধান্য কি দেখা যাচ্ছে না নতুন ক'রে? তবু, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে বর্তমান তাঁর নিন্দুকও জুটবে বিস্তর। আশা করি তিনি তাতে বিচলিত হবেন না; তাঁর স্বভাবের পরামর্শ লঙ্ঘন ক'রে কোনো - একটা অদ্ভুতভাবে বেঁকিয়ে দিতে যাবেন না তাঁর লেখনীকে। তাঁর মধ্যে গীতিকাব্যের যে-তাপটুকু আছে, সেটুকু যত্নে লালন ক'রে কোনো-একটা বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা— এতেই, আমার মনে হয় তার পরিণতির পথের তিনি নির্দেশ পাবেন।

'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত এই 'সমালোচনা'য় বুদ্ধদেব বসু নরেশ গুহর 'দুরন্ত দুপুর' এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাণুর জন্যে' গ্রন্থদুটির আলোচনা লিখেছিলেন। আমরা এখানে 'দুরন্ত দুপুর'-এর আলোচনাটিরই কেবল প্রতিমুদ্রণ করলাম।